দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখ ঃ ০৬/০৯/২০২১ (পৃঃ ০৫)

ধান মাড়াইয়ে ব্যস্ত কৃষাণীরা। কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে *-ইনকিলাব*

আউশের ফলনে কৃষকরা খুশি

নাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা : নাঙ্গলকোটে ফসলের মাঠে শুরু হয়েছে আউশ ধান কাটা ও মাড়াই উৎসব। চলতি মৌসুমে আউশ ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। ভাল ফলনের পাশাপাশি ধানের দামও ভাল পেয়ে খুশি এ অঞ্চলের কৃষকরা। আগামীতে তারা আরও বেশি জমিতে আউশ চাষ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কৃষকরা বলছেন, অনুকূল আবহাওয়ায় আউশ ধানের এবার বাম্পার ফলন হয়েছে। যা মধ্য ভাদ্র পেরিয়ে অভাব অনটন ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে এই আউশ ধান কৃষক পরিবারের কাছে আশীর্বাদ। পাশাপাশি আসছে আশ্বিন মাসে কৃষকরা ঘরে তুলবেন অভাব মোকাবেলার আগাম আমন ধান।

সরেজমিনে দেখা যায়, এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ফলন হওয়ায় আউশ চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। কৃষকরা উন্নত আউশ জাতের ব্রি. ধান-৪৮ চাষ করে অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি ফলন পেয়েছেন। উপজেলা সদরের বান্নাঘর গ্রামের কৃষক তোয়াব আলী জানান, আগে আমরা স্থানীয় জাতের বীজ আবাদ করতাম। এ জাতের আউশ ধানের ফলন খুবই কম হওয়ায় কৃষকরা আউশ ধান আবাদে দিনে দিনে আগ্রহ হারাচ্ছিলেন। কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমরা ব্রি ৪৮ জাতের বীজ ব্যবহার করে চলতি মৌসুমে আউশের বাম্পার ফলন হওয়ায় কৃষকরা আগামীতে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়েছে। যদিও চলতি মৌসুমে উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শে আউশের আবাদে মনোযোগী হয় কৃষক।

হানগড়া গ্রামের কৃষক আব্দুল আজিজ বলেন, ব্রি-৪৮ আউশ ধান চাষ করে কৃষকরা বাড়তি আয়ের সুযোগ পেল। রোরো ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকরা আউশ ধান রোপণ করেন। মাত্র একশ' দিনেই আউশ ধান কৃষকদের ঘরে আসে। ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গেই একই জমিতে কেউ চলতি আমনের চারা রোপণ করেছে কেউ আগাম আলু চাষের জমি তৈরি করে রেখেছে। চলতি সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি আগামী আলুর বীজ রোপণ করা হবে। দাউদপুর, ধাতিশ্বর পাটোয়ার চৌগুরী, মাঝিপাড়া গোত্রশালসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে দেখা যায় কৃষকরা আউশ ধান কাটা মাড়াইয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। কৃষক ভুট্টু মিয়া তার দুই বিঘা জমির ধান কাটা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, এবার দুইবিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল হাসান বলেন, কয়েক বছরের তুলনায় এ উপজেলায় আউশ ধানের চাষাবাদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঠ দিবস, উঠান বৈঠক, প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন তৎপরতা অব্যাহত রেখেছি। এতে সেচ নির্ভর বোরো আবাদের পর তারা বৃষ্টির পানিতে আউশ আবাদ করেছে। যে সময়টা জমি পতিত থাকত। ফলে আউশের ফলন ভাল হয়েছে। পাশাপাশি ধানের দাম থাকায় এবং বেশি দামে খড় বিক্রির কারণে কৃষকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে আউশের আবাদ।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর

তারিখ ঃ ০৬/০৯/২০২১ (পৃঃ ০৫)

মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) : *ভালো ফলন হওয়া আউশ ক্ষেত পরিচর্যায় কৃষক* —সংবাদ

মির্জাগঞ্জে আউশের বাম্পার ফলনেও দামে হতাশ কৃষক

প্রতিনিধি, মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে চলতি মৌসুমে আউশের বাম্পার ফলন হলেও বাজারে ধানের দাম কম থাকায় হতাশায় ভুগছেন কৃষক।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ধান কাটা ও মাড়াইয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকরা। পরিবারের সকল সদস্য মিলে ধান কাটা, মাড়াই ও ঘরে তোলার কাজ করছেন কৃষকরা।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে চলতি আউশ মৌসুমে ৭ হাজার ৫ শত ৫ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মাঠে স্থানীয় জাতের আউশ রোপণ হয়েছে মাত্র ৫ হেক্টর জমিতে এবং বাকি সব জমিতে উফশী আউশ রোপণ করা হয়েছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২০ হাজার ২৬০ মেট্রিক টন চাল। উপজেলায় এবারে উফশি জাতের মধ্যে ব্রি-ধান -২৭, ৪২, ৪৩, ৪৮, ৫৫, বাউ-৬৩, (আবদুল হাই) ও বিআর ২৬ এবং স্থানীয় কালাবোরো জাতের ধান চাষ করা হয়েছে। এবারে চাষি পর্যায়ে বীজ উৎপাদনের জন্য সরকারি অর্থায়নে ৩৫টি প্রদর্শনী দেয়া হয়েছে। গতবারের আউশের ভাল ফলন দেখে এবারে আউশ চাষে কৃষকের আগ্রহ দেখা গেছে। ফলে গতবারের চেয়ে এবারে ২৭০ হেক্টর বেশি জমিতে আউশ ধান চাষ হয়েছে।

পশ্চিম সুবিদখালী গ্রামের আঃ রব, নুরুল ইসলাম, সাহেব আলী, মন্নান মল্লিকসহ কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর ফলন ভালো হয়েছে। তবে বাজারে ধানের দাম কম। এবার ৬৫০-৭০০ টাকা দরে মণ বিক্রি হচ্ছে। যেখানে গতবছর ৮০০ টাকা-৮৫০ টাকা দরে ধান বিক্রি করছি। গতবছরের চেয়ে এবছর চাষাবাদ খরচ, সার ও কীটনাষক খরচসহ সব ধরনের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। পক্ষান্তরে ধানের দাম কমেছে। তাই সবকিছু মিলিয়ে চাষাবাদে যে টাকা খরচ হয়েছে সেই টাকা উঠাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাজারে ধানের দাম ভাল থাকলে লাভ হতো। ধানের বাজারে উপজেলা প্রশাসন নজর দিলে আমরা লাভের মুখ দেখতাম। সুবিদখালী বাজারে ধান ব্যবসায়ীরা স্থানীয়ভাবে সিন্ডিকেট তৈরি করায় কৃষকদের কমমূল্যে ধান বিক্রি করতে বাধ্যে করছেন বলেন তারা অভিযোগ করেন।

তারা আরও বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে প্রয়োজনীয় শ্রমিক সঙ্কট রয়েছে। এছাড়া যে পরিমাণ শ্রমিক রয়েছে তাদের মজুরির পরিমাণও বেশি। তবে ধানের বাজার দর বাড়তি থাকলে এবারের আউশ আবাদে কৃষকরা লাভবান হবে বলে তাঁরা আশাবাদী।